দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16-OC[illegible]
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

৩

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ

সরকারী স্কুলগুলোর পরীক্ষা পিছানো হয়েছে মাঝখানে বৃত্তি পরীক্ষা

মিজানুর রহমান তোতা ॥ শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কোন কারণ উল্লেখ ছাড়াই সরকারী স্কুলগুলোর বার্ষিক পরীক্ষা পিছানো ও বার্ষিক পরীক্ষার মাঝে বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের আয়োজনে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবক মহলে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বৃত্তি পরীক্ষার তারিখ পূর্বে ঘোষিত ছিল ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে আর বার্ষিক পরীক্ষা ছিল ২১ নভেম্বর থেকে। কিন্তু আকস্মিকভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বার্ষিক পরীক্ষা পিছিয়ে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নিয়েছে। অথচ বৃত্তি পরীক্ষার সময়সূচী পরিবর্তন করা হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ দু'টি পরীক্ষা একই সময়ে হলে পরীক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়বে বলে শিক্ষক, পরীক্ষার্থী ও অভিভাবক মহল থেকে বলা হয়েছে। সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তিত তারিখ ইতিমধ্যে শিক্ষা অফিসগুলো থেকে সরকারী স্কুলগুলোতে পৌছানো হয়েছে। নতুন করে পয়সা খরচ করে স্কুলগুলোকে পরীক্ষার সময়সূচী ছাপাতে হচ্ছে। একবার তারা ২১ নভেম্বর সময়সূচী ছাপিয়ে পরীক্ষার্থীদের মাঝে বিলি করে। বিশেষ কোন কারণ ছাড়াই কেন বার্ষিক পরীক্ষা পিছানো হলো তা বোধগম্য নয় বলে বেশ কিছু সরকারী হাই স্কুলের শিক্ষকরা জানিয়েছেন। তাদের কথা হচ্ছে, বার্ষিক পরীক্ষা যখন পিছানো হলো, তখন বৃত্তি পরীক্ষার তারিখও পিছানো উচিত ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি।